দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

১ কলাম

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলোর অনিয়ম দূর করতে

বর্তমানে দেশের সবা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপনে ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী) কোর্স করে আদর্শ চিকিৎসক গড়ার নামে যে ধরনের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ আধুনিক ল্যাবরেটরি ও অভিজ্ঞ শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ (অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, জুরিসপ্রুডেন্স প্রভৃতি) বাস্তবমুখি ব্যবহারিক ক্লাশ করানো সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন বর্ষে সাধারণ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ সিলেবাসে একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীরা এলোমেলোভাবে ও না বুঝে পাঠানুশীলন করছে। ফলে কোনো বিষয়ই আয়ও করতে পারছে না বলে শিক্ষার্থীরা মূল পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে বাজারের নিম্নমানের ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর সম্বলিত নোটবই পড়তে আগ্রহী হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান নিম্নমুখি হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা চিকিৎসকের সনদ পাবেন ঠিকই; কিন্তু রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন না। হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলোর হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্স নেই। অথচ ডিএইচএমএস চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নি নামে প্রহসন চলছে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা বাধ্যতামূলক আদায় করা হচ্ছে। যারা ঐ টাকা দিতে পারছে না, তাদের ডিএইচএমএস কোর্স ও ইন্টার্নির মূল সনদপত্র দেয়া হচ্ছে না। বছরের প্রথমে প্রতিবর্ষের শিক্ষার্থীদের থেকে অতিরিক্ত এক হাজার চারশ' টাকা নেয়া হচ্ছে। এভাবে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কয়েক মাস আগে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আটশ আশি টাকা নেয়া হয়েছে। অথচ বর্তমান প্রবেশপত্রের জন্য অতিরিক্ত একশ' টাকা নেয়া হচ্ছে। এছাড়া ব্যবহারিক খাতায় প্রতিষ্ঠানের নাম ছেপে বাজার থেকে চার-পাঁচগুণ বেশি দামে বিক্রয় করা ও বিশটি রোগীলিপি দিয়ে তিরিশ টাকার পরিবর্তে বিনা রশিদে চারশ টাকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবহারিক নম্বর শিক্ষকদের হাতে রয়েছে। এ সুযোগে কোনো কোনো শিক্ষক এই বলে হুমকি দেন—রোগীলিপি ও ব্যবহারিক খাতা সম্পর্কে যে কথা বলবে, তাকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়া হবে। এজন্য এ ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহসী হচ্ছেন না।

তাই হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলোর অনিয়ম দূর করতে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি—

১. হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তি বিজ্ঞাপনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন, হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ এবং অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবসর দিয়ে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

৩. সাধারণ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ ডিএইচএমএস কোর্সের সিলেবাসে পৃথক পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. 'ব্যবহারিক খাতা' ও 'রোগীলিপি' কলেজ থেকে বিক্রি বন্ধ করা এবং কোনো কারণে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোহাম্মদ ইফতেখার রহীম (ইফতি),
চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষার্থী, ডিএইচএমএস
ফেডারেল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল
কলেজ ও হাসপাতাল, ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।